প্রথম সংস্করণ
মে, ১৯৪৭

প্রকাশক
নির্মল গুহ
কল্পলোক
নাকতলা কলি-৬৭

মুদ্রক
সুধীর আচার্য
মডার্ণ প্রিণ্টার্স
চাঁদনীচক্, চতুর্থ গেট, কলি-১৩

প্রাপ্তিস্থান
সিগনেট বুক শপ
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ
তপনলাল ধর

অশোককুমার মিত্র-কে

সূচিপত্র

পাণ্ডুলিপি তৈরি করার সময় নিজেকে অপরিসীম ক্ষমার চোখে দেখেছি। সংকলিত কবিতাগুলির সংরক্ষণই এই গ্রন্থ প্রকাশের যাবতীয় উদ্দেশ্য। যেহেতু নিজেকে অস্বীকার করতে পারি না সেইহেতুই নিজেকে ক্ষমা করে নিতে হলো। পাঠকও ক্ষমা করবেন—এই-ই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

এই গ্রন্থের প্রকাশ আমাকে শ্রদ্ধেয় বন্ধু অশোককুমার মিত্র এবং নির্মল গুহ-র কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ করেছে।

আশিস সান্যাল, অশোক দত্তচৌধুরী, তপনলাল ধর, স্বপনকুমার গুহ, সুনীথ মজুমদার ও দিলীপ দেচৌধুরী—এঁদের সবার কাছেই আমি নানাভাবে ঋণী।

অবেলায়

এই অবেলায় তুই আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলি কেন ?
আমি এখন কোন্ দৃশ্য দেখব ? ও-ঘরের দরজা
আজ বন্ধ। এতোদিন ও-ঘরে কোলাহল দেখেছি
ও-ঘরের পুবের জানলা এতোদিন খোলা ছিলো।
অথচ এখন নির্জনতা ছাড়া এমন কি কোন কোলাহলের
স্মৃতিও নেই। আজীবন তোকে ও-ঘরে দেখেছি—
উজ্জ্বলিত হাওয়া ঘরে আসতো। দূর থেকে
দূরের বাগান থেকে হাওয়া আসতো তোর ঘরে।
আজীবন পুবের জানলা ছিলো খোলা। কিন্তু এমন
হত্যাকাণ্ড করলি শেষে তুই ? তোর মৃত শরীরের দিকে
কতোদিন আমায় চেয়ে থাকতে হবে ? তোর
মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে এই অবেলায়
সমুদ্রযাত্রা, সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় তোর
ভালোবাসার শব কাঁধে নিয়ে বন্দরে বন্দরে
ঘুরে বেড়ানোর ক্লান্তি আমি আর সইতে পারব না।

তোর প্রতি আমার ভালোবাসা আমার নতুন
বাগানের চেয়েও বেশি গৌরবের ছিলো। আমাকে
ভালোবেসে তুই পুবের জানলা খুলে দিতি রোজ।
সমুদ্রের গন্ধ শুনবি বলে তুই আমার বাগানে এসে
ফুল ফোটার ব্যাঘাত ঘটাতি রোজ ? তাহলে এমন
নিঃশব্দ হত্যাকাণ্ড কেন করে বসলি ? এই অবেলায়
কেন আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলি তুই ?
চোখের যন্ত্রণা নিয়ে আজ আমি কোন দৃশ্য দেখব ? ●

স্বগত বিষাদ

কোনো কোনো সন্ধ্যায় ফুল কথা বলে। অন্ধকারে
তারা নিজেদের রূপের গর্ব করে। তারা যারে
যা-নয় তাই নতুন নতুন নাম রাখে। প্রতিদিন
সন্ধ্যাবেলা আমি অন্ধকারের মধ্য দিয়ে প্রবীণ
বৃক্ষদের মর্মর-ধ্বনি শুনতে শুনতে নিঃশব্দে বাগানে
প্রবেশ করি। দূরের হাওয়ারা বহন করে আনে
সেইসব আত্মম্ভরী ফুলেদের স্মরণীয় কথা
আমার স্বপ্নের উদ্যান থেকে। আমি নীরবতা
ভাঙার অপরাধে আরও দ্রুততর পথ হাঁটি
এবং বুঝি, কথা বলে ফুলেরা উদ্যানের মাটি
নিড়িয়ে দেয়, নতুন গাছের চারায় জল ঢালে।

একদিন বাগানে ভ্রমণ করতে করতে আমার কপালে
যখন ক্লান্তিতে ঘাম জমেছিল তখনই পান্থশালা
আমার চোখে পড়ল। আমি বিশ্রামের পালা
শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু তখনও পিপাসা
দূর হয় নি আমার বুক থেকে। প্রচণ্ড জলের আশা
কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মিটে গেল। সামনে যে নদী
বয়ে যাচ্ছিল তার জল পান করার একান্ত বিরোধী
হলেও আমি তা পান করলাম। (আমার স্বপ্নের উদ্যানে
সেইদিন কোনো রমনী ছিল কিনা তা কে জানে!)
অতঃপর যখন আমি আমার শরীরের সমস্ত অবসাদ
ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলুম নিঃশেষ করে, যখন নিষাদ
নদী, পান্থশালা, অন্ধকার, রমনী, কণ্ঠস্বর কেউ
রইল না, যখন আমার মনের মধ্যে অবিশ্বাসের ঢেউ

বয়ে গেল তখন আমি বুঝলুম কিছুই ভয়
পাবার নেই। বুঝলুম প্রতিদিন আমি তিলে তিলে ক্ষয়
হয়ে যাচ্ছি স্বপ্নের মধ্যে। অতঃপর স্বগত বিষাদ
কাছে আসে, আমার স্বপ্ন ভাঙে, আমি তার হাত ধরি
চতুর্দিকে শুনি তীব্র আর্তনাদ

নির্বাসন

অতর্কিতে কে অমন চিৎকার করে উঠলো?
কেউ কোনোখানে নেই। চতুর্দিক শূন্য পড়ে আছে।
এখানে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। এখানে এবং চতুর্দিকে
আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। তাহলে কি অমন
চিৎকার করে উঠলাম আমি? আমার কণ্ঠস্বর
এই কি প্রথম পৃথিবীতে? আমি কি এই প্রথম
আমার নাম শুনলাম? এসব প্রশ্ন করার আগে
আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এসব প্রশ্ন করার আগে
অসংখ্য হলুদ পাতায় আমার শরীর ঢাকা ছিলো।
এখন চিৎকার শুনে অবেলায় আমার ঘুম ভাঙলো
এখন আমার কপাল থেকে রক্ত ঝরে পড়ল মাটিতে
এখন আমি পাতালে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম আমার রক্তাক্ত শরীর।

অতর্কিতে কে অমন চীৎকার করে উঠলো?
কেউ কোনোখানে নেই। এখন আমি এখানে কিংবা
চতুর্দিকে কোথাও নেই। এখন চতুর্দিকে হলুদ পাতার উৎসব।
এখন কোথায়ও অতর্কিত চিৎকার: কারও শান্ত নির্বাসন।

নির্বাসিত বন্দর

গান থেমে গেলে কণ্ঠ কাঁপে।
গান থেমে গেলে স্বপ্নের উদ্যান থেকে পাতা উড়ে আসে।
প্রসারিত প্রান্তরের গ্রীবা কেঁপে কেঁপে নির্জনতার মধ্যে ডুবে যায়।
শৈশবের স্মৃতি, প্রাচীন বন্দর, কোনো এক আলোড়িত বিকেলের শব
একে একে ডুবে যায়, ডুবে যায় আত্মঘাতী নাবিকের শোকে।

গান থেমে গেলে ছিন্ন কণ্ঠ কাঁপে।
দূর থেকে, দূরের উদ্যান থেকে পাতা উড়ে আসে। ঘাসের উপর থেকে
আমি আমার রক্তাক্ত শরীর তুলে নিই। নির্জনতার মধ্য থেকে
প্রান্তরের মধ্য থেকে আমি আমার ছিন্ন বাহু প্রসারিত করি।
গান থেমে গেলে আমি একা প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে যাই
আত্মঘাতী নাবিকের শোকে।

গান থেমে গেলে কণ্ঠ কাঁপে—কার যেন ছিন্ন কণ্ঠ কাঁপে
নির্বাসিত বন্দরের শোকে।

ঘরে ফেরার উৎসব

গভীর রাত্রে আমার রক্তের মধ্যে কথা হয়, প্রচণ্ড কোলাহল চলে।
কামার্ত ক্লিষ্ট নাবিকেরা ঘরে ফেরার পথে উৎসবে মেতে ওঠে। তারা
সবাই দীর্ঘদিন পরবাসে ছিলো, দীর্ঘদিন অন্ধকারে ছিলো।
তারা দীর্ঘদিন পরস্পরের মুখের দিকে তাকায় নি। অন্ধকারে
তাদের প্রত্যেকেরই হাতে ছুরি ছিলো। তারপর
আমার রক্তের মধ্যে, রক্তের সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়েছে
দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠেছে মধ্যরাত্রে। সেইসব নাবিকেরা
মৃত্যুর সামনে দীর্ঘদিন নতজানু থেকে—দীর্ঘদিন
পরস্পরের মুখের দিকে না তাকিয়ে এখন উৎসব শুরু করেছে।

গভীর রাত্রে আমার রক্তের মধ্যে মৃত নাবিকদের উৎসব চলে।
তাদের অশরীরী জাহাজ মৃত বন্দর থেকে পণ্য নিয়ে দেশে ফিরে আসে
গভীর রাত্রে আমার রক্তের মধ্যে নাবিকের গান শোনা যায়।
আমি চূর্ণ চূর্ণ হই। আমার খণ্ড খণ্ড শরীর চতুর্দিকে
ছড়িয়ে পড়ে। আমি আমার রক্তের মধ্যে, রক্তের আলোর মধ্যে
সমুদ্রের মধ্যে ; আমি জাহাজের মধ্যে, বন্দরের মধ্যে
অন্ধকার উৎসবের মধ্যে চূর্ণ চূর্ণ হই। আমি আমার
আলোকিত আত্মার শরীর গড়ে তুলি।
গভীর রাত্রে আমার রক্তের মধ্যে ঘরে ফেরার উৎসব শুরু হয়।

বাড়ি ফিরে আসি

প্রতিদিন এই নির্জন মাঠের মধ্যে আমি কাগজের পাখি উড়িয়ে দিই
আকাশে। প্রতিদিন আমি এই মাঠের অন্ধকার নিয়ে বাড়ি ফিরি।
কিন্তু পাখি কিংবা পাখির পালক অথবা এই নির্জন মাঠ
কিংবা এই মাঠের হৃদয়—সব কিছু একাকার হয়ে যায় কেন ?
আমার ঘরের মধ্যে সারাক্ষণ যে অন্ধকার কথা বলে
তার মধ্যে কোনো পাখি, কোনো নির্জন মাঠ শুয়ে থাকে
এরকম ভাবিনি কখনো। এই মৃত নগরীর মধ্যে
দীর্ঘদিন কোনো পান্থশালা, কোনো হাহাকার আছে
যাকে আমি কোনোদিন খুঁজে পাই নি। আমার
ঘরের ভিতর সারাক্ষণ যে ভালোবাসা কথা বলে
আমি তার বুকে হাত রাখি। আমি শুনি :
দূরের ঘণ্টার ধ্বনি নিজেকেই ডাকে বারবার।

প্রতিদিন এই নির্জন বন্দর থেকে আমি কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দিই।
তারপর কখনো জলোচ্ছ্বাসে সেই নৌকো ভেসে যায়
সেই বন্দর থাকে না জীবিত। আমি এবং আমার আর্তনাদ
যেন কোনো অসহায় নাবিকের মতো ডুবে যাই নিঃসঙ্গ পাতালে।
তারপর যা-কিছু জীবিত থাকে তা কোনো পাখি নয়, কোনো
ঘণ্টা-ধ্বনি নয় কোনো আর্তনাদ নয় তারপর
নগর বন্দর পান্থশালা কেউ কিছু নয়, তারপর
আমি আমার আহত শরীর নিয়ে ঘরে ফিরে আসি।

বারবার ফিরে আসি কেন

একদিন সকলেই ছেড়ে চলে যায়। প্রতিটি মুহূর্তে আমি
যে স্মৃতির দেয়াল গড়ে তুলি একদিন তা অকস্মাৎ আমার বুকের
উপর ভেঙে পড়ে। একদিন আমি অন্ধকারে নিজের মুখও হারিয়ে ফেলি।
তারপর বিগত শৈশব নিয়ে কাটাছেঁড়া করি নিঃশেষিত সন্ধ্যাবেলা।
কিন্তু শৈশবের সেই পাখি যাকে আমি একদিন দক্ষিণের বারান্দা থেকে
উড়িয়ে দিয়েছিলুম আকাশে সে কেন বারবার ফিরে আসে ?
তার জীবনের কিছু ইতিহাস, তার ডানার কোনো বিচ্ছিন্ন পালক
অথবা তার নিঃসঙ্গ বুকের চিৎকার বারবার ফিরে আসে কেন ?
প্রতিটি মুহূর্তে যে মৃত্যু, প্রতিটি মুহূর্তে যে শোকার্ত বাতাস
আমার বুকের মধ্যে চিৎকার করে, ধুলো উড়িয়ে ছুটে যায় মাঠে
তারা আর কখনো ফেরে না। শুধু আমি ফিরে আসি।
আমি সেইসব চিৎকারের মধ্যদিয়ে, সেই ধূসর মাঠের মধ্যদিঁয়ে
পুনরায় ফিরে আসি। আমি আমার বুক ভেঙে
পুনরায় ফিরে আসি। ফিরে এসে দেখি কোনো মাঠ নেই
কোনো কোলাহল, কোনো পাখি নেই। ফিরে এসে দেখি
শোকার্ত হাওয়া সব ফিরে চলে গেছে। তবে আমি
ধূসর প্রান্তর পার হয়ে, আমি আবার বুক ভেঙে ভেঙে
বারবার ফিরে আসি কেন ?

আমার গলিত শব

প্রতিদিন আমার ঘরের ভিতর শববাহকের ধ্বনি শোনা যায়।
(অথচ আমার ঘরে আমি একা থাকি।)
আমার ঘরের ভিতর হাজার মানুষের দীর্ঘ নিঃশ্বাস
নীল পাখি, হলুদ পাতা, ডানা-ঝাপটানোর শব্দ
সিঁড়ি দিয়ে যে উপড়ে উঠে যায় তার চোখে কিসের আতঙ্ক!
ফুল, বিখ্যাত ফুলের বাগান,
কার হাত আমি চিনি না, একদা আমার মুখ
এবং শববাহকেরা ছায়ার ভিতর খেলা করে।
আমার বুকের ছায়া দাউ দাউ পুড়ে যায়।
মধ্যরাত্রে আমার স্বপ্নের ভিতর দিয়ে দাঁড়ের শব্দ
কারা দাঁড় বেয়ে যায়, নৌকো ডুবে যায় কোথায়
'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার করে ওঠে কারা!

তারপর আমি ঘুম ভেঙ্গে দেখি আমার শরীরে
ইতস্ততঃ রক্তের দাগ।   কারা হত্যা করে চলে গেল আমাকে?
ঘুম ভেঙে দেখি আমার ঘরের ভিতর কেউ নেই
না পাখি, না ডানার শব্দ, না ফুলের বাগান, না বাহকেরা কেউ

আমি জেগে উঠে দেখি আমার গলিত শব সমস্ত ঘরের ভিতর
আশ্চর্য সুন্দর ভাবে শুয়ে আছে।

রক্ত ঝরতে ঝরতে চলে যাও

তুমি চলে যাও। তোমার শরীর থেকে রক্ত ঝরে পড়ুক।
সমস্ত শরীর থেকে রক্ত ঝরতে ঝরতে তুমি সবকিছু ছেড়ে চলে যাও।
এই নদীর ঢেউ নির্জন, এই বাড়ি লুণ্ঠিত, এই
মাধবীলতার বন, চারদিকের পৃথিবী, শান্ত শরৎকালের মতো
তোমার স্বপ্ন, কেউ তোমার জন্য শোক করবে না।
কিন্তু তোমার এতো শোক কার জন্য ?
একদিন তুমি তোমার ঘরের বারান্দায় আস্তিক দাঁড়িয়েছিলে
একদিন তুমি ভেবেছিলে পৃথিবীতে কেউ থাকে না
একদিন তুমি পৃথিবীতে থাকবে না ভেবেছিলে
তাই কি তোমার এতো শোক ? তুমি বরং
সমস্ত বাইরের পৃথিবী নিজের বুকের ভিতর গড়ে তোলো।
তুমি তোমার বুকের ভিতর নির্জন নদীর শরীর কাঁপিয়ে দাও
তুমি লুণ্ঠিত বাড়ি পুনর্গঠন করো, মাধবীলতার বন
বাড়ির প্রশস্ত চারিদিক, স্বপ্ন, ঘরের গোপন বারান্দা,
সবকিছু তুমি তোমার নিজের বুকের ভিতর গড়ে তোলো।

তারপর তুমি তোমার শরীর থেকে রক্ত ঝরতে ঝরতে চলে যাও
কোনো প্রাচীনকালের নির্জনতার ভিতর ;

বুকের অন্ধকারে

যে পাখি উড়িয়ে দিই তার নাম কখনো মনে রাখি না

যে পাখি উড়িয়ে দিই তার পালক ছিঁড়ে থাকে হাতে—অন্ধকার।
পালক এবং অন্ধকার, অন্ধকার একং পালক—আমার হাতের মধ্যে
সমস্ত পৃথিবী, পাখির মৃত কণ্ঠস্বর, তার ডানার শব্দ
সবকিছু একসঙ্গে উড়িয়ে দিই। কিন্তু পাখি উড়ে যায় কোথায়?
যাকে উড়িয়ে দিই তার ডানার শব্দ বুকের মধ্যে শুনি।

বিকেলবেলা বারন্দায় যে আলো জ্বালিয়ে দেয় তার নাম
কখনো মনে রাখি না।

সেই আলো বুকের মধ্যে জ্বলে, অন্ধকার নদীতে জ্বলে:
প্রাচীন নাবিক দাঁড় বেয়ে যায়, বুকের ভিতর নদীর শরীর কাঁপিয়ে
নৌকো বেয়ে যায় বৃদ্ধ মাঝি।

সারাক্ষণ শুধু বুকের ভিতর পাখি ডানা ঝাপটায়
সারাক্ষণ শুধু বুকের ভিতর নৌকো ডুবে যায়

কিন্তু আমি সবকিছু একাকার করে দেখি—পাখির মৃতদেহ
নদীর মৃতদেহ, সমস্ত পৃথিবীর মৃতদেহ আমার বুকের অন্ধকারে শুয়ে থাকে।

নিসর্গ অন্ধকার

বাহ তু ডোম্বী, বাহলো ডোম্বী, বাট ভইল উছারা। [চর্যা ১৪]
কোন্ নদীতে তুই নৌকা ভাসিয়েছিলি ?
হাজার বছর আগে কোন্ বিকেলে তুই নৌকো ভাসিয়েছিলি ?
বিকেলের নদী শান্ত কলরব। নৌকো বেয়ে যেতে যেতে
কতো কথা মনে আসে ! ছায়ার ভিতর দিয়ে
নৌকো বেয়ে যেতে মনে হয়—এইখানে
চিরদিন শুয়ে থাকা যায়। চিরদিন নির্জনতা বুকে নিয়ে
ছায়ার ভিতরে যেন শুয়ে থাকা যায়। কিন্তু যা-কিছু কলরব তা
নদীর ভিতরে নেই ছায়ার ভিতরে নেই। সমস্ত কলরব
শুধু বুকের ভিতর অস্থির সময়। কিন্তু তোকে
নৌকো বেয়ে যেতে হবে এখনো অনেকদূর। নদীতে এখন
ছায়া। ছায়া সরে যাবে। তারপর তুই
কোন্ এক অন্ধকারে চলে যাবি ! কোন্ অন্ধকারে ?

শোক

আমার মৃত্যুর আগে তুমি আমার জন্যে শোক করলে
আমার এক হাজার মৃতদেহ নিয়ে তুমি আমার জন্যে শোক করলে
আমার মৃত্যুর আগে আমার একহাজার মৃতদেহ নিয়ে
তুমি আমার জন্যে শোক করলে।

কিন্তু তুমি কাঁদলে না—
একবিন্দু চোখের জল ফেললে না আমার জন্যে
শুধু নীরবে শোক করলে নিজের বুকের মধ্যে
শুধু নীরবে মাধবীলতার বুকে জল ঢাললে
শুধু জ্যোৎস্নার মধ্যে নীরবে চিৎকার করলে আমার জন্যে।

তারপর আমি পুবের জানলা খুলে দিলুম
তুমি জানলে না
আমি নৈঋত কোণের দিকে অন্ধকার পাখি উড়িয়ে দিলুম
তুমি জানলে না
আমি দুঃখী মানুষের মতো গোধূলির কাছে প্রার্থনা করলুম
তুমি জানলে না

তুমি শুধু নীরবে শোক করলে নিজের বুকের মধ্যে
প্রতিটি বিকেলবেলা মাধবীলতার বুকে তুমি নীরবে
শুধু জল ঢাললে।

কোন্ দিক

কোন্ দিক আমার ? উত্তরের দিক হলুদফুলের
বাগান। আমার নয়। দক্ষিণের দিক অবিশ্বাসী
হাওয়া। আমার নয়। পুবের দিক আলোর প্লাবন।
পশ্চিমের দিক নিয়মিত রক্তপাত। আমার নয়। আমার নয়।
আমার কোন্ দিক ? যে-দিকেই চাই—হলুদ ফুল
অবিশ্বাসী হাওয়া, আলো—আলোর প্লাবন
রক্তপাত রক্তপাত রক্তপাত... ! তাহলে আমি
কোন্ দিকের ? আমি সব দিকেই চাই। যেহেতু
ফুলের ভিতর যে অন্ধকার, হাওয়ার ভিতর যে অন্ধকার
আলোর ভিতর রক্তের ভিতর যে অন্ধকার অন্ধকার
আমি তাদের বুকের মধ্যে রাখি।

আমি সারাক্ষণ বুকের ভিতর আগুন জ্বালিয়ে রাখি।
আগুনের শরীর ঢেকে রাখি অন্ধকারে। বুকের ভিতর
পাতা উড়ে এলে হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিই। বুকের ভিতর
পাখির শরীর থেকে পালক খসে পড়লে হাত দিয়ে তাকে
সরিয়ে দিই।

কিন্তু কোন্ গাছের পাতা উড়ে আসে ? কোন পাখির পালক
খসে পড়ে ? থাকে শুধু অন্ধকার হাত। তাহলে
কোন্ দিক কোন্ দিক কোন দিক কোন্ দিক কোন্ দিক

আমার শেষদিনগুলি

আমার শেষদিনগুলি আলোর ভিতর ছড়িয়ে দাও
সবাই দেখুক।
আমার শেষদিনগুলি ঢেকে রাখো অন্ধকারে।
আমি আমার কপালের রক্ত কোন্ হাতে মুছব?
হাতে ছিঁড়ে আছে পালক।

আমার শেষদিনগুলি কপালের রক্তের মতো ঝরে যাক্।

আমি আমার ঘরের সমস্ত জানালা খুলে রেখে যাবো
ঘরে হাওয়া আসবে।
আমি আমার ঘরের সমস্ত ছবি ভেঙ্গে রেখে যাবো
ঘরের ভিতর নির্জন চিৎকার হবে।

তোমার জন্যে আমি আমার ছবির ধ্বংসস্তূপ রেখে যাবো
তোমার জন্যে আমি আমার ছবির নির্জন চিৎকার রেখে যাবো।

শুধু আমার শেষদিনগুলি আলোর ভিতর ছড়িয়ে দাও তুমি।

খেয়াঘাটে

খেয়াঘাটে আর কতোকাল তুমি বসে থাকবে? তোমারও তো
বাড়ি ছিলো, ফুলের বাগান ছিলো, বুকের ভিতরে ছিলো ছায়া।
সেই ছায়া কবে সরে গেল? কেন তুমি সেই বাড়ি ভেঙ্গে
চলে এলে? তুমি স্মৃতি নও, বাগানের ফুলগাছের পাশে
কোনোদিন তুমি বসে থাকোনি সন্ধ্যাবেলা। বাগানে ফুলের দেহ
কতো অবহেলা সয়ে পড়ে থাকে—সেকথা কখনো তুমি ভাবোনি
গোপনে। সমস্ত জীবন তুমি ঘরে হাওয়া এলে তাকে দুহাত ভরে
নিয়েছো। তুমি তোমার বুকের মধ্যে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছো
অচেনা ফুলগাছের চারা, হাওয়ার কণ্ঠ, ছায়া, ছায়ার মতো আরো
কতো সব নীরব বেদনা। তুমি এই খেয়াঘাটের অন্ধকার
জলের শব্দ, জাহাজের সংকেত, এই মাঝির শেষজীবনের নীরবতা
সব কিছু তোমার বুকের ভিতর সাজিয়ে রেখেছো সমস্ত জীবন।
তারপর কবে ছায়া সরে গেল—সমস্ত উৎসব কবে গেল
ভেঙ্গে! কিন্তু তুমি স্মৃতি নও, তুমি এই মাঝির শেষজীবনের
নীরবতা নও, তুমি তোমার বুকের ভিতর থেকে যে পাখি উড়িয়ে
দিয়েছো তার কোনো পালকও ছিঁড়ে রাখো নি হাতে। আজ তুমি
আমাদের পৃথিবীর কেউ নও। আজ তুমি বহুকাল দূরে
চলে গেছো। আজ তুমি পৃথিবীর শেষ খেয়াঘাটে আছো বসে।

দুঃখ জানতে দেবো না কাউকে

দুঃখ জানতে দেবো না কাউকে
দুঃখ প্রবাহিত জলের উপর
ছায়া, দুঃখ প্রবাহিত নদী
শান্ত নদীতীর
আমি জানতে দেবো না কাউকে।

একদিন তুমি সমস্ত উঠোন করবীফুল ছড়িয়ে রেখেছিলে
আমি মাড়িয়ে মাড়িয়ে এসেছিলুম
ফুলের স্খলিত দেহ, মুখ
আমি মাড়িয়ে মাড়িয়ে এসেছিলুম।

ঘাসের রক্তমাংস

প্রতিদিন মেঝের উপর থেকে তোমার মুখের ছায়া তুলে ধরি।

তুমি কোন্ দুঃখে মুখ নিচু করে থাকো সেকথা জানার আগে
ঘরে হাওয়া এসে তোমার মুখের ছায়া ভেঙ্গে দেয়।
ঘরে হাওয়া এসে তোমার পুরোনো ছবি ভেঙ্গে দেয়।

সারাদিন ঘাসের শরীর থেকে যতো রক্ত দুপায়ে জড়িয়ে থাকে
আমি তার সবটুকু দরজার চৌকাঠে মুছে
তোমার দুঃখের ঋণ শোধ করি। কিন্তু তুমি
সারাদিন জানালাগুলো খোলা রেখে কেন যে
অযথা এতো দুঃখ পাও—কিছুতেই সেকথা বুঝি না।

প্রতিদিন ঘরে ফিরে এলে ঘাসের রক্তমাংস লেগে থাকে পায়ে।

ঘনিষ্ঠ সংসার

বুকের ভিতর ভালোবাসা থাকে
বুকের ভিতর পায়ের চিহ্ন
উদ্ভিদের, ঝরামাঠ
দু'একটা পালক, দু'একটা পালকের ছায়া
তপ্ত বালিয়াড়ি, নখ্, দুঃসহ
উটের যন্ত্রণা, ক্ষত

বুকের ভিতরে থাকে পথ
নিঃসীম পথিক শুধু খোঁজে :
ছায়া, জলাশয়, পুরাতন নগরীর স্মৃতি
রক্তমাখা মুখ, কার ?

বুকের ভিতরে থাকে ঘনিষ্ঠ সংসার।

মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে

মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে
কুয়াশার নগ্ন হাত
লাগে। মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে
শবাধার
কম্পিত বক্ষের নিচে থাকে
আচ্ছাদিত। উত্থিত আঙুলগুলি ছিন্ন করে
হাওয়া। উত্থিত আঙুলগুলি কপালের রেখা
টান টান মেলে ধরে ঘাসের উপর।

মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে
আমাদের নগ্ন শবাধার
দলিত তৃণের উপর থাকে
সীমাহীন। আমাদের পুরাতন ক্ষত
কুয়াশার জলে ধৌত হয়। কুয়াশার জলে
আমাদের ক্লিষ্ট ক্ষতগুলি ভিজে গেলে, জ্বর
বাড়ে। চারিদিকে জাগে
মৃতদের রক্তমুখ, মেরুন স্বপ্নের বাড়িঘর।

রক্তের ভিতরের বাড়িঘর

'রক্তের ভিতরের বাড়িঘর ভেঙে দিতে হবে
সিঁড়িগুলি ভেঙে দিতে হবে'
এই আমার একমাত্র চিন্তা।

অন্য কোনো রক্তক্ষরণের চিন্তা
তাকে কোমল পাখির মতো পিষ্ট করি অন্ধকার মাঠে

তাকে কুয়াশার জলে বিদ্ধ করি।

তারপর মাঠের গভীর ভিতরে নেমে এলে
বৃদ্ধ নাবিকের সঙ্গে দ্যাখা হয়। আমি
তার বুকে অকস্মাৎ নখ বসিয়ে
চিৎকার করে বলি—'আমি এই পৃথিবীর
কেউ নই, আমি এই পৃথিবীর বাড়িঘর চুরমার করে
একদিন ফিরে চলে যাবো।'

রক্তকরবী

রক্তকরবী
সমস্ত ফুলের মধ্যে থাকে
হাত বাড়িয়ে সমস্ত বাগানের
জীবনটাকে ছোঁয় ।

রক্তকরবী
যে ঘরে ফিরে আসে সন্ধ্যাবেলা
তাকে অনুষ্ঠানে ডেকে
ভীষণ দুঃখ দেয় ।

রক্তকরবী
সমস্ত ফুলের মধ্যে দুঃখ নিয়ে বাঁচে ।

বিকেলের অন্ধকারে

কোনো কোনো বিকেলবেলার নদী
স্রোতের কথা ভুলে যায়।

কোনো কোনো বিকেলবেলার মাঝি
নিজের কথা ভাবে।

আমি সমস্ত জীবন পাখি এবং পাখির পালক
কেন তুইজন—বুঝে উঠতে পারি না।

আমি সমস্ত জীবন বিকেলবেলার নদীর কাছে যাই
আমি বিকেলের অন্ধকারে সব তুঃখ একাকার করি

ফুলগুলি

অন্ধকার থেকে ফুলগুলি তুলি
অন্ধকার থেকে মুখ নিচু করে
ফুলগুলি তুলি।

ফুলগুলি দুই হাতে নিলে
শবাধার
কেন কেঁপে ওঠে ? কেন জ্যোৎস্না হয় ?
জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে উড়ে যায় বিক্ষত পালক

জ্যোৎস্নার স্খলিত গ্রীবা ফুলের রক্তে ভিজে যায়
উদ্যানের মাটি ভিজে যায়
হাত ভেজে

ফুলগুলি মৃত্যুর বুকের ভিতর কেন বেঁচে থাকে ?

অন্ধকার ঘাসের উপর রক্ত

অন্ধকার ঘাসের উপর রক্ত
ছড়িয়ে দিয়েছো
দিনশেষে। দিনের প্রথম
ফুল রেখেছিলে
দলিত সবুজ ফল
রেখেছিলে, প্রসারিত হাত
রেখেছিলে পালকের মতো।

আমি দিনশেষে
দু'পায়ে রক্ত দ'লে ঘরে ফিরে আসি

আমি দিনের প্রথম পাপ বুকে নিয়ে ঘরে ফিরে আসি।

আমার সমস্ত পাপ

'শোকার্তে'নাস্থ শকুনেঃ কি'মিদং ব্যবহৃতং ময়া'

আমি রক্তাক্ত পালকগুলি উড়িয়েছিলুম হাওয়ায়
একদিন
আমি ডেকেছিলুম তোমাদের
নিম্নকণ্ঠ
আমি ডেকেছিলুম
গভীর জ্যোৎস্নার ভিতর দাঁড়িয়ে
প্রসারিত দুই হাত
পাপমুক্ত
'আমার সমস্ত পাপ জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাক আজ'
দুই হাত প্রসারিত
ধুয়ে যাক
রক্তাক্ত পালকগুলি উড়ে যাক অনন্ত হাওয়ায়
আমি স্থির রবো
আমি প্রথম দিনের মতো নিরুত্তর রবো
চিরদিন।

পাটাতনে রক্ত ছড়িয়ে ছিলো

পাটাতনে রক্ত ছড়িয়ে ছিলো
ছিন্নমূল
জলে
নেমে এসেছিল অন্ধকার
নৌকো ছিলো
ছিলো কুয়াশায়
নৌকোগুলি
আমাদের বাড়িগুলি
আমাদের রঙিন পরদাগুলি
জানলার
অসংখ্য হাওয়ার রাত
ছিলো বাঁধা
পাটাতনে
রক্তে
দিনগুলি রাতগুলি
ছিন্নমূল
জলে
নেমে এসেছিল অন্ধকার

হেন্‌রিখ্‌ হাইনের মৃত্যুর উদ্দেশ্যে

ফুলগুলি আমার বুকের উপর সাজিয়ে দাও
ভোরবেলায় ফুলগুলি
এখন
অন্ধকারে রয়েছে
নগ্ন ফুলগুলি
এখন
সাজিয়ে দাও আমার বুকের উপর
অন্ধকারে
আমি সমস্ত জীবন নত হয়ে আছি
আমি প্রসারিত রেখেছি
দুই হাত
নগ্ন

আমি তোমার কপাল থেকে রক্ত ঝড়ে পড়তে দেখেছি
সূর্যাস্তে
শাণিত বক্ষের নিচে
আমি সাদা পালকগুলি জমা করেছি
সূর্যাস্তে
এখন
ফুলগুলি সাজিয়ে দাও আমার বুকের উপর
অন্ধকারে
আমি সমস্ত জীবন নত হয়ে আছি।

প্রতিশ্রুতি ছিলো

রিক্ত করে দিয়েছি
হাত।
প্রতিশ্রুতি ছিলো।

প্রতিশ্রুতি ছিলো
রক্তের ঘটনা মেনে নিতে হবে।
জন্মঋণ।

রক্তাক্ত বেদীর পাশে দাঁড়াতে হবে
প্রতিশ্রুতি ছিলো।
জন্মঋণ।

হাত
রিক্ত করে দিয়েছি।
প্রতিশ্রুতি ছিলো।

একজীবন জ্যোৎস্নার ভিতর

একজীবন আমি জ্যোৎস্নার ভিতর দাঁড়িয়ে থাকবো
স্বাভাবিক
অবিশ্বাসের মতো।

একজীবন আমি আমার কপালের রক্ত
মুছে ফেলবো
হাতে।

জ্যোৎস্নার ভিতরে কোন্ অভিশাপ আছে?
কোন্ রক্তক্ষরণের দিন
জ্যোৎস্নার ভিতরে আছে স্থির।

আমি কোনো কিছু জানতে চাই না। আমি
সমস্ত জীবন শুধু ছুঁয়ে থাকতে চাই
অভিশাপ।

জ্যোৎস্নার ভিতর থেকে

জ্যোৎস্নার ভিতর থেকে নড়ে ওঠে
হাওয়া।
আমি মুখ ঢাকি।

আমি প্রতিদিন জেনে নিতে চাই—কোন পাখি
ওড়ে
দিনশেষে।

দিনশেষে
হাওয়ার ভিতর থেকে ঝরে পড়ে পাপ
আমি মুখ ঢাকি।

শুভেন্দু রায়কে : তাঁর রক্তাক্ত প্রেমের কথা মনে রেখে

পীরপঞ্জালের পাশে নদী।

আমি দক্ষিণের বারান্দায় রক্ত
ছড়িয়ে দিয়েছিলুম।

পীরপঞ্জালের পাশে নদী।

আমি আমার ভালোবাসাকে মৃত শিশুর মতো
বুকে জড়িয়ে রেখেছিলুম।

নদী, তুমি আমাকে সেইখানে নিয়ে যেতে পারো
যেখানে মৃতশিশুর মতো আমার ভালোবাসা
আমার দক্ষিণের বারান্দায় রক্তাক্ত কণ্ঠস্বর
পাশাপাশি শুয়ে থাকে ?

নদী তুমি পারো, তুমি নিয়ে যাও আমাকে।

রক্তাক্ত বেদীর পাশে

রক্তাক্ত বেদীর পাশে
ফুল
ছড়িয়ে দিয়েছিলে।

ফুল
দুহাত দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলে
মৃত বন্ধুর চারপাশে
জ্যোৎস্নায়।

ছায়ার ভিতর থেকে
হাত-
কেঁপে উঠেছিল। জ্যোৎস্নায়
ফুলগুলি কেঁপে উঠেছিলো। বন্ধু

রক্তাক্ত বেদীর পাশে কাঁপে চিরদিন

ছায়ার ভিতর সমস্ত জীবন

সমস্ত জীবন আমি ছায়ার ভিতর দাঁড়িয়ে আছি।
ছায়ার ভিতর আমি মুখ নিচু করে
দাঁড়িয়ে আছি
সমস্ত জীবন।

আমার পাশে একদিন কার হাত ছিলো ?
ছায়ার ভিতর কার হাত ছিলো
একদিন ?

আমি কোনো কিছু জানতে চাই না। আমি
শুধু ছায়ার ভিতর দাঁড়িয়ে থাকতে চাই
রক্তাক্ত বেদীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই
সমস্ত জীবন।

মৃতদেহ শুইয়ে রাখা হয়েছিলো

(শান্তিকুমার সরকারকে নিবেদিত)

আমাদের বাড়ির অন্ধকার উঠোনে তোমার মৃতদেহ শুইয়ে রাখা হয়েছিল।
আমাদের বাড়ির উঠোন, অন্ধকার, তোমার মৃতদেহ
হাওয়া, হাওয়ার ভিতর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো
ফুল ? কার হাত ছিলো ? কার হাত কপাল ছুঁয়েছিলো
তোমার ? নীরবতা। মৃত্যুর আগের নীরবতা। তোমার
শেষজীবনের নীরবতা। আমি এইসব সহ্য করতে
পারি না। আমি একদিন মাড়িয়ে মাড়িয়ে এসেছিলুম
ফুল। একদিন আমি এসেছিলুম। একদিন অন্ধকারে।

তুমি চলে গেছো। একদিন আমি চলে যাবো। একদিন
আমি নীরবে শুয়ে থাকবো আমাদের বাড়ির অন্ধকার উঠোনে।
একদিন আমি মাটির ফুলদানি ভেঙ্গে ফেলবো। তুমি আমাকে
দৃঢ় হাতে জীবনের মাটির ফুলদানি ভেঙ্গে ফেলতে দাও।

পাতা ঝরে গেলে

পাতা ঝরে গেলে
তবু তুমি ছায়ার ভিতর দাঁড়িয়ে থাকো
রুগ্ন পবিত্রতা !

পাতা ঝরে গেলে
বুকের ভিতর কান্না তুমি গোপন করে রাখো
ছিন্ন করো কথা ?

পাতা ঝরে গেলে
কুয়াশা তোমার জীবনের নিচে নেমে যায়, তবু ঢাকো
মুখ।   সে কি সবই পাতার বিষন্নতা ?

ভিয়েৎনামের প্রথম শহীদকে নিবেদিত

একদিন দারুণ নিশীথে
দেখা হবে।
রক্তমাখা মুখ।

একদিন আমি হাত বাড়িয়ে তোমার বেদী
স্পর্শ করবো।
পাপ।

তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তুমি
তোমার শুভ্রতার লাল নিশান আমার হাতে
তুলে দাও।

একদিন ঝড়ের আলোকে দেখা হবে।

গভীর ভিতর থেকে ডাক দাও

ডাক দাও, আমারই
গভীর ভিতর থেকে ডাক দাও, নিশ্চলতা
নিশ্চলতা তোমার আমার
আমাদের গভীর ভিতর থেকে ডাক দিয়ে ওঠে।
আন্দোলিত বৃক্ষশাখা
নতমুখ, আমি
আমাদের দিনগুলি রাতগুলি, আমাদের
অবনত নগ্ন বৃক্ষশাখা, আন্দোলিত
নগ্ন বক্ষপট, আন্দোলিত
আমি
আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ
অতঃপর
মলিন বিকেলবেলা চারিধার
চারিধার, আমি
একদিন ছায়ার ভিতর দিয়ে যাবো, একদিন
জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে যাবো, আজ
তরুণী সন্ধ্যার মেঘে জাগি, জেগে উঠি।

তমসার মতো ঘূর্ণি, বিদায়

আদিগন্ত প্রসারিত মাঠ, যখন
বিদায়বেলা, হাওয়া
রক্ত ঝরে গেছে সারা মাঠে, আদিগন্ত
নগ্ন তটরেখা
তমসায়, তমসা গৈরিক প্রতিশ্রুতি, তমসা
সমস্ত চুলে ঝরে, ঝরে পড়ে
যখন বিদায়বেলা
আমাদের, নগ্ন তটরেখা
তমস্বিনী
কোনোদিন হাওয়া ছিলো বুকে ?   আমি
সমস্ত জীবন আছি এইখানে, তীরে
সামনে
স্খলিত জল, মৃত্যু, হাওয়া ; আমি
চারিদিকে আছি অমলিন, বৃষ্টিহীন আলো
দুঃখের আঁধার রাত্রি বারেবারে/এসেছে আমার দ্বারে
আমি চারিদিকে আছি অমলিন বৃষ্টিহীন আলো :
অনিত্য আমার নয়, আলো নয়, শুদ্ধতার মতো হাওয়া
নয়, শুধু মৃত্যুলোক, তমসার মতো ঘূর্ণি, বিদায়

মুখ তোলো

মুখ তোলো, তোমারই চতুর্দিকে
জ্যোৎস্না
স্খলিত জল, তৃণ, চতুর্দিকে
তোমারই কোমলকণ্ঠ, তোলো
ওই
নীরক্ত চোয়াল, মূর্ছিত
প্রান্তর থেকে দূরে দেখা যায়, ছায়া
স্তব্ধতার মতো, ছায়া, দলিত স্বদেশ, তবু
জন্মান্ধ বাউল-বেদনা জাগে প্রাণে, জাগে মগ্ন
অন্ধকার মাটি, অবিবেকী কালস্রোত
দূরে, তোমারই চতুর্দিকে
নতজানু
হাওয়া, প্রকীর্তিত বধ্যভূমি.'দীর্ণ কোলাহল।

পালকের নীচে ঢাকা ছিলো

(চিত্রকর নিখিল বিশ্বাসের মারাত্মক অকালমৃত্যুর উদ্দেশ্যে)

বৃক্ষ
আপন ছায়ার তলে
মর্মরিত, স্থির ; প্রসারিত
শীর্ণ হাত চিরকাল ঢাকা, অবলুপ্ত
ছায়ার ভিতর
কতো ডাকাডাকি, কতো
অবিশ্রান্ত স্খলিত কুসম, তীব্র
বৃক্ষতল
আপন ছায়ার ভিতর বসে থাকা সমস্ত জীবন, সকলই
বিনষ্ট হয়, কতো
পালকের মতো মৃত্যু ; একদিন
তাপিত ডাঙার বুকে লেগেছিলো
হাওয়া, তোমারই
পায়ের নিচে ফুল, তোমারই
কপাল থেকে রক্ত ঝরে পড়ে এ মাটিতে ; একদিন

অবিচ্ছিন্ন বৃক্ষছায়াতল পালকের নিচে ঢাকা ছিলো ।

হাত রাখো

লুপ্ত বালুকাবেলা, তল
জরা
ভগ্ন—বন্ধুর কণ্ঠ
ভগ্নস্বর ; জরা
শীর্ণ, দলিত হাত

এ-তোমার এ-আমার
আমাদের ভালোবাসা ছিলো পূর্বদেশে
ছিন্নভিন্ন, বন্ধুর মৃত্যুর মতো
হাওয়া, ঝড

কাক ডাকে, তবু
ডাকাডাকি
কুসুমের বক্ষতলে নতজানু থাকে চিরকাল, তবু
রক্তধারা
আমাদের বুকের শিরায়, তবু

মাথা পাতো, নির্জন তৃষিত দিনে
মাথা পাতো, বুক
খুলে দাও
আমারই হাতের পরে রাখো
ও-তোমার
অবলুপ্ত শীর্ণ ঝোড়ো হাত।

হাত নামিয়ে দাও

হাত নামিয়ে দাও, এইখানে
এইতো আমি, নগ্ন, তোমার
স্খলিত বাহু, দাও
এমন আঁধারদিনে, জলঝড়ে, দাও
তব দয়া, এইতো
আমি
চিরকাল আছি এই রিক্তপত্রতলে, নগ্ন
দীর্ঘদিন জাগা, শীর্ণ, তোমারই
মৃত্যুর ছবি ভেসে ওঠে স্খলিত হাওয়ায়, দাও
দীর্ঘছায়া, জানলা, যেন
আলো থাকে, যেন
ডাক দিলে বাইরে নেমে আসে।

উত্তরায়ণের পথে

উত্তরায়ণের পথে যেতে যেতে, দীর্ঘ
ছায়া, অন্ধকারে
ছায়া, যেন হাত বাড়িয়ে দিয়েছো, যেন

পথের মধ্যে দেখা, চিরদিবসের মধ্যে এইতো
সময়, মুখ থেকে
সেই ভয়ঙ্কর ছবি উপড়ে ফেলার সময়

এইতো, পথে
দাঁড়িয়ে ডাক দেওয়ার সময়, ঘরে—
ঘরের ভিতর থেকে এক একবাব বেরিয়ে আসতে হয়, এইতো

পাতা রয়েছে, পাতা—
উত্তরীয়, পাশাপাশি গেরুয়া মাটির উপর
রক্ত, হিম-হাওয়া, নগ্ন

সন্ন্যাসিনী ; পথের মধ্যে শোয়ানো
সন্ন্যাসিনীর তীব্র রুক্ষ চুল
পাটপাট, পথে, সারাপথে শীত—যেন

অনবরত কুয়াশার মধ্য থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে
স্বর, যেন ডাকা যায়, যেন শীতকালে
একবার খুব জোরে ডেকে ওঠা যায়।

২

মাথার উপর দিয়ে নেমে এসেছে
হাত, এইমতো ;
শীর্ণকায়

বাইরে কুয়াশা, মৃত্যু, চারদিকে দীর্ঘ
প্রপাত—
ঘরে, তীব্র

বহির্দেশ ; ঘুরে ফিরে যা দেখেছি তা
শুধু রক্তমাখানো পালকের
ছড়াছড়ি

বাহিরে ও ঘরে ; ঘাম, উত্তরায়ণের পথে
বৃষ্টি, ডাক-দেয়া মাটি, খেত
যেন

মাথার উপর দিয়ে নেমে এসেছে
হাত, এইমতো ;
শীর্ণকায়।

তোমার খেলার মধ্যে

পথে দারুণ রোদ্দুর ; যেতে, যেতে
তোমার দীর্ঘ ললাট
দেখতে পাই।

সারাদিনই মোরগ ডেকেছে, সারাদিনই
শীতল—
তোমার জন্মদিনের প্রতিশ্রুতি

বাজে।
জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে কতো
ছড়াছড়ি আলো, কতো

অন্ধকার বাড়ির দীর্ঘ উঠোন
ঝিকিকিনি
বাটে—

আমি আমার কৈশোরের মাটির মতো তাকে চিনি
তাকে একদিন ছায়ার আড়ালে রেখে পালাবো—এইতো
প্রতিশ্রুতি, এইতো

ভয় দেখানো খেলা, শেষ
রৌদ্রপাত, তবে—
তোমার খেলার মধ্যে বারবার আমি কেন যাবো ?

ডায়রীর পাতা থেকে

বিকেলবেলা নদীব উপর দিয়ে ছড়িযে বযেছো
স্তব্ধ ; যেন স্তব্ধতার মধ্যে আলোর
ছড়াছড়ি, যেন
বাউলেব মৃত্যুর জন্য কান্না
আমাব বুকেব মধ্যে

২.

আমার শবীবেব উপর দীর্ঘ ছাযা
ডাক—
যেতে যেতে আমি ডাক শুনতে পাই

৩.

পথেব মধ্যে দারুণ সম্মেলন।
আত্মঘাতীব মুখোশ উপড়ে ফেলতে
তোমাব হাত কি কাঁপে ?   তোমাব
বাউলদিনেব মাটিই আমার
প্রথম স্বদেশ।   তুমিই পথিক
পথের মধ্যে ডাক দিযে যাও, প্রথম পথিক
তবে
কেন আমি অন্ধকাবে দাঁড়িযে থাকবো একা ?

৪.

দারুণ ঝড়ের মধ্যে তোমাব সঙ্গে দ্যাখা
যখন
আমার পিঠ ভিজে গিয়েছে বৃষ্টিতে

যখন

আমার বুকের মধ্যে বাউল, মৃত

যখন

আমার যেতে যেতে মোরগ ডেকে উঠেছে, অথচ

কাঁকর মাটি, খোয়াইয়ের চর, যেতে যেতে

যখন

আমার পায়ের গোড়ালি ফেটে রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে পথে

যখন

আমারই চোখের সামনে পালকের মতো খসে পড়েছে আমার জীবন

তখনই

দারুণ ঝড়ের মধ্যে তোমার সঙ্গে দ্যাখা।

৫.

তোমাকে নিয়ে মাঠের ভিতর দিয়ে ছুটে যাবো

আলোর দীর্ঘ স্বর ; কেন জাগাও—

আমি আমার কপালে হাত ঠেকিয়ে বুঝি, সবই শেষ হয়েছে—

বিকেলের জন্য আমার প্রার্থনা—তুমি ছিলে

আমার প্রার্থনা—কেন জাগাও—

তোমাকে নিয়ে সকল খেলাই শেষ হয়েছে

এখন তোমাকে নিয়ে অনুষ্ঠানের আলোর মধ্যে দাঁড়াব।